যুগান্তর

17 FEB 2015

প্রাথমিক শিক্ষায় তথ্যপ্রযুক্তির ব্যবহার

প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের জন্য ইলেক্ট্রনিক পাঠ্যসূচি তৈরি, শিক্ষক প্রশিক্ষণ, ইলেক্ট্রনিক পাঠ্যসূচি শেয়ারিংয়ের জন্য ওয়েব পোর্টাল তৈরি, শিক্ষকদের মধ্যে নেটওয়ার্ক স্থাপন এবং সুবিধাবঞ্চিতদের জন্য স্থাপিত কমিউনিটি শিক্ষাকেন্দ্রেও তথ্যপ্রযুক্তি ব্যবহৃত হচ্ছে। লিখেছেন রীতা ভৌমিক

মেহেরপুর সদর উপজেলার বিএম মডেল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ৫ম শ্রেণীর শিক্ষার্থী সাকিব হাসান রুদ্র। ২০১০ সালে এ বিদ্যালয়ে মাল্টিমিডিয়া ক্লাসরুম চালু হয়েছে। সাকিব এর আগে ক্লাসে নিয়মিত ছিল না। মাল্টিমিডিয়া ক্লাসরুম স্থাপিত হওয়ার পর থেকে সে নিয়মিত ক্লাসে আসে। পড়াশোনায় মনোযোগী হয়েছে।

এখন ক্লাস করতে কেমন লাগে জানতে চাইলে সাকিব হাসান রুদ্র বলে, এখন ক্লাস করতে আমার খুব ভালো লাগে। পড়ার সময় মজার মজার ছবি, ছড়া, ছড়া গান, গেইম ও সৌর জগতের ভিডিও দেখে ক্লাস করতে আমি অনেক আনন্দ পাই। পড়া শেখাটাও আমার কাছে সহজ হয়েছে। এজন্য আমি ও আমার বন্ধুরা এখন নিয়মিত স্কুলে আসি।

এ প্রসঙ্গে বিএম মডেল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মো. আবুল হাসেম বলেন, তথ্যপ্রযুক্তিকে শুধু একটি শিখন শেখানো উপকরণ হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছে। যার দ্বারা শ্রেণিকক্ষের শিখন শেখানো পরিবেশকে প্রাণবন্ত করে তোলার চেষ্টা করা হচ্ছে। যাতে করে শিক্ষার্থীরা আনন্দঘন পরিবেশে আধুনিক মানসম্মত শিক্ষা গ্রহণ করে একুশ শতকের যোগ্যতা অর্জন করতে পারে। পাশাপাশি, পুনরাবৃত্তি, ঝরে পড়া, অনুপস্থিতির হার কমিয়ে প্রাথমিক শিক্ষা চক্র সমাপনীর হার বাড়ানো যায়।

সেভ দ্য চিলড্রেনের শিক্ষাবিষয়ক ঊর্ধ্বতন উপদেষ্টা এম হাবিবুর রহমান বলেন, আন্তর্জাতিক বেসরকারি সংস্থা সেভ দ্য চিলড্রেন সরকারের সঙ্গে ২০১০ সাল থেকে যৌথভাবে শিক্ষায় তথ্যপ্রযুক্তি ব্যবহার করে শিক্ষার মানোন্নয়নে কাজ করছে। বাংলাদেশের উপজেলা শহর ও গ্রামের সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে মাল্টিমিডিয়া ক্লাসরুম যথাযথ ব্যবহারের জন্য কাজ হচ্ছে। গাজীপুরের কালিয়াকৈর উপজেলার ১১৬টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ই-প্রাইমারি স্কুল সিস্টেম পরীক্ষামূলক কার্যক্রম চলছে। বর্তমানে মেহেরপুরের ২৬টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে মাল্টিমিডিয়া ক্লাসরুম স্থাপন করা হয়েছে। এর মধ্যে সেভ দ্য চিলড্রেন ১৮টি ও প্রাথমিক শিক্ষা অধিদফতর কর্তৃক ৮টি মাল্টিমিডিয়া ক্লাসরুম হয়েছে। ২০১৫ সালের মধ্যে মেহেরপুরের তিনটি উপজেলায় ১৬টি করে মোট ৪৮টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে তথ্যপ্রযুক্তি ব্যবহার করে পাঠদান শুরু হবে।

তিনি আরও বলেন, এছাড়াও ই-প্রাইমারিতে প্রত্যেক ক্লাসের শিক্ষার্থী সংখ্যা, শিক্ষার্থীর শিক্ষা অর্জন, প্রথম থেকে পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত ইংরেজি বিষয়ের পাঠ্যক্রমের ওপর মাল্টিমিডিয়া ক্লাসরুম উপযোগী উপকরণ তৈরি করা, পাঠ্যসূচির সঙ্গে সঙ্গতি রেখে শিক্ষকরা নিজেরাই উপকরণ তৈরি করে তা ক্লাসে উপস্থাপন করা, যেমন— ক্লাসে শিক্ষার্থীদের সৌরজগৎ বিষয়ে পড়াতে হলে শিক্ষক মাল্টিমিডিয়ায় তা তৈরি করে তাদের

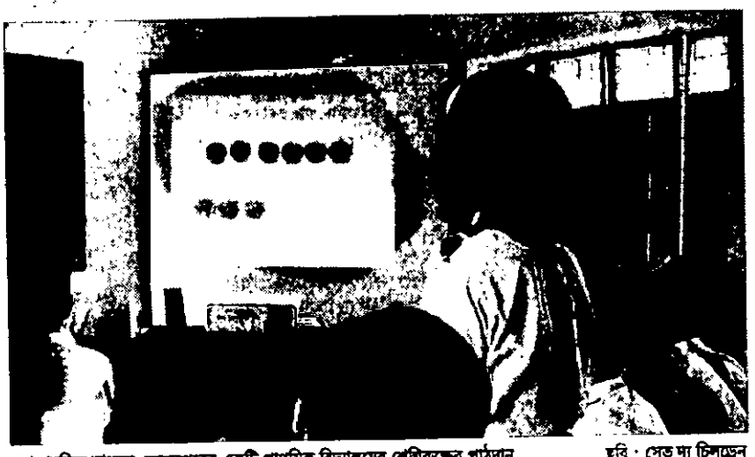

তথ্যপ্রযুক্তির মাধ্যমে মেহেরপুরের একটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শ্রেণিকক্ষের পাঠদান ছবি : সেভ দ্য চিলড্রেন

দেখান। এতে শিক্ষকরা মাল্টিমিডিয়া টিচিং তৈরি করছে। সরকারের যে ই-মনিটরিং সিস্টেম রয়েছে তার মাধ্যমে শহর থেকেই গ্রামের বিদ্যালয়ের কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ করা যাবে। ফরম পূরণ না করেই কম্পিউটারের মাধ্যমে অনেক ফরমেটকে একসঙ্গে করার কাজটি হবে।

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের তথ্য মতে, বাংলাদেশের প্রত্যেক প্রাথমিক বিদ্যালয়ে একটি করে মাল্টিমিডিয়া ক্লাসরুম স্থাপন করা হবে। ২০১৫ সালের ১৫ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত সাড়ে পাঁচ হাজার প্রাথমিক বিদ্যালয়ে মাল্টিমিডিয়া ক্লাসরুম স্থাপন করা হয়েছে। ২০১৬ সালের মধ্যে ৩৭ হাজার ৫০০ বিদ্যালয়ে মাল্টিমিডিয়া ক্লাসরুম স্থাপন করা হবে।

এ প্রসঙ্গে প্রাথমিক ও গণশিক্ষামন্ত্রী মোস্তাফিজুর রহমান বলেন, দেশে ২০১০ থেকে ২০১৪ সালের মধ্যে ৪২ লাখেরও বেশি শিক্ষার্থী অত্যাধুনিক পদ্ধতিতে শিক্ষাগ্রহণের সুযোগ পেয়েছে। ৪ লাখ শিক্ষককে পিটিআই প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছে। দ্রুত আমাদের লক্ষ্যে পৌঁছতে তথ্যপ্রযুক্তি সাহায্য করবে। কারণ শুধু বই দিয়ে মানসম্মত শিক্ষা অর্জন সম্ভব নয়। শিক্ষার মানোন্নয়নে সরকারের অঙ্গীকার থাকলেও সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন মহলের আন্তরিকতার অভাবে মানসম্মত শিক্ষা অর্জন সম্ভব হচ্ছে না।

আন্তর্জাতিক বেসরকারি সংস্থা সেভ দ্য চিলড্রেনের জানুয়ারি ২০১৫ সালে প্রকাশিত 'ম্যাপিং আইসিটি ইন এডুকেশন ইনিশিয়েটিভস ইন বাংলাদেশ' শীর্ষক এ গবেষণা তথ্যে জানা যায়, দেশে এ পর্যন্ত মাধ্যমিক ও মাদ্রাসায় ২০ হাজার পাঁচশ'টি এবং সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে এক হাজার ৫১৫টি মাল্টিমিডিয়া ক্লাসরুম স্থাপন করা হয়েছে, যেখানে ৪২ লাখেরও বেশি শিক্ষার্থী অত্যাধুনিক পদ্ধতিতে শিক্ষাগ্রহণের সুযোগ পাচ্ছে। ২০১২-২০২১ সালের মধ্যে আইসিটি এডুকেশনের আওতায় মাল্টিমিডিয়া ক্লাসরুম, সঙ্গে ইন্টারনেট কানেকশনসহ একটি ল্যাপটপ এবং একটি মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর প্রতি শ্রেণিকক্ষে থাকবে।

বেসরকারি সংস্থা জাগো ফাউন্ডেশনের সিনিয়র কমিউনিকেশন ম্যানেজার এশা ফারুকের মতে, ২০০৭ থেকে ২০১৫ সালের মধ্যে জাগো ফাউন্ডেশন, গ্রামীণ ফোন এবং অগ্নি সিস্টেম লিমিটেড যৌথভাবে ১০টি অনলাইন স্কুল চালু করেছে। এসব অনলাইন স্কুল রাজশাহী, বান্দরবান, টেকনাফ, মাদারীপুর, গাইবান্ধা, রংপুর, দিনাজপুর, লক্ষ্মীপুর, হবিগঞ্জ এবং গাজীপুরে প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। এ অনলাইন স্কুলে ৫৫০ শিক্ষার্থীকে পাঠদান করা হয়। বছরে একবার চার থেকে পাঁচ বছরের সুবিধাবঞ্চিত শিশুকে শিশুশ্রেণীতে ভর্তি করা হয়। বিনামূল্যে তাদের শিক্ষা দেয়া হয়। webex সফটওয়্যার ব্যবহার করে প্রত্যন্ত অঞ্চলের স্কুলগুলোতে পাঠদান করা হয়। ঢাকায় অনলাইন টিচিং সেন্টার থেকে শিক্ষকরা ক্লাস নেন মাল্টিমিডিয়ার মাধ্যমে। এর মাধ্যমে প্রত্যেক কেন্দ্রে দু'জন করে ক্লাসরুম শিক্ষক শিক্ষার্থীদের পাঠদানে সহায়তা করেন।

প্রধানমন্ত্রীর দফতরের একসেস টু ইনফরমেশন প্রোগ্রামের পলিসি অ্যাডভাইজার আনির চৌধুরী আইসিটি এডুকেশন মিথস প্রসঙ্গে বলেন, প্রাথমিক শাখায় ৩০৫ ই-বুক রয়েছে। এসব শ্রেণিকক্ষে ল্যাপটপ, প্রজেক্টর ও ইন্টারনেট মডেমসহ প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম সরবরাহ করা হয়েছে এবং শ্রেণিকক্ষে শিক্ষণ পদ্ধতি উন্নয়নের জন্য শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে।